গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ পরিবহণ অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা)
ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৯৫১৩৩০৫
ফ্যাক্স ঃ ৯৫৮৭৩০১
ই-মেইল ঃ info@dos.gov.bd
ওয়েব সাইট ঃ www.dos.gov.bd

নং- পিএস-০১/নকশা/মিটিং/ ডিজাইন হাউজ/২০১৭/৫৫৭৮

তারিখ ঃ ০৭-০৯-২০১৭ খ্রিঃ

সার্কুলার

বিষয়: অভ্যন্তরীন নৌযানের নকশা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর ৫(ক) ধারা এবং উক্ত অধ্যাদেশ অনুসারে প্রণীত অভ্যন্তরীণ ইস্পাত নির্মিত জাহাজসমূহের নির্মান বিধিমালা ২০০১ অনুসারে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর হতে অভ্যন্তরীণ নৌযানের নকশা অনুমোদন করা হয়। গত ১২/০৫/২০১৬ ইং তারিখ মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নকশা অনুমোদনের পূর্বে স্ব স্ব শ্রেণীভুক্ত জাহাজের মালিক পক্ষের ছাড়পত্র গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। সে অনুসারে অধিদপ্তরের নং পিএস-০১/নকশা অনুমোদন/বিবিধ/পার্ট-৭/১৬/৪৮৪০, তারিখ ঃ ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ অফিস আদেশে মালিক সমিতি প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন কারণে জাহাজ ব্যবসায় নতুন আগমনকারী কোন ব্যক্তি অথবা পুরাতন জাহাজ মালিক সকলেই উল্লেখিত ছাড়পত্র আনার ব্যাপারে নিরুৎসাহীত হয় এবং মালিক সমিতির ছাড়পত্র ছাড়াই অধিদপ্তরে নিয়মিতভাবে নকশা অনুমোদনের আবেদন জমা হতে থাকে। অপর পক্ষে বিভিন্ন মাধ্যমে জাহাজ স্বল্পতার কারণে নৌ পথে মালামাল পরিবহন তথা নৌ-বানিজ্যে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে মর্মে রিপোর্ট পাওয়া যায়। অধিদপ্তরের উল্লেখিত সার্কুলারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নৌযান মালিক ফারুক হোসেইন মহামান্য হাইকোর্টে একটি রীট মামলা নং-১৩৭৫/২০১৭ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট অধিদপ্তরের উল্লেখিত ৩০/৬/২০১৬ইং তারিখে গঠিত কমিটিকে ৩ মাসের জন্য স্থগিত আদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে সরকার পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সিভিল রিভিশন ফর লিভ টু আপিল নং-১১২৬/১৭ দায়ের করলে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ৩ এপ্রিল ২০১৭ইং তারিখ পর্যন্ত মহামান্য হাইকোর্টের আদেশকে স্থগিত আদেশ প্রদান করেন এবং শুনানীর জন্য দিন ধার্য করেন। অদ্যবধি উক্ত রীট পিটিশনের শুনানী হয় নাই বলে জানা যায়। এতদপ্রেক্ষিতে নৌ চলাচল অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর ৫(ক) ধারা মোতাবেক জাহাজের নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়া অব্যহত রাখা হয়। সামগ্রীক ভাবে নৌ বানিজ্য অব্যাহত রাখা ও এই সেক্টরে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাৎসরিক কি পরিমান জাহাজ প্রয়োজন এ ব্যাপারে একটি সমীক্ষা রিপোর্ট মালিক সমিতিকে জমাদানের অনুরোধ জানালেও অদ্যাবধি কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। জাহাজ সংকট সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্টের সূত্র নিম্নে বর্নিত হলোঃ

২। ক) নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের নং ১৮.০০.০০০০.০২১.১৬.০০৩.১৬/৪৩৫,তারিখ: ০৫/১২/২০১৬ ইং তারিখে পত্রের সাথে প্রেরিত সদর দপ্তর প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এর পত্র নং ২৩. ০১. ৯০১. ৮০০.০৬.০৫৫.২০.১১.১৬, তারিখ: ২০/১১/২০১৬ ইং.

খ) সিটি নেভিগেশন লিমিটেড এর পত্র নং সিটি নেভি:/প্রশা/২২/১৬/৮২, তারিখ: ২৪/১১/২০১৬ ইং.

গ) নৌ পরিবহন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৩০/০৪/২০১৭ ইং তারিখের ১৪ তম বৈঠকের কার্যবিবরনী স্মারক নং ১১.০০.০০০০.৭১১.২২.০০২.১৬/১৭.৬৭, তারিখ: ১১/০৫/২০১৭ইং।

৩। উপরোক্ত রিপোর্ট সমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরুপঃ

দেশে আমদানী-রপ্তানীর পরিমান অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যন্তরীন নৌযানের স্বল্পতার কারণে মাদার ভেসেল হতে লাইটারেজ জাহাজযোগে আমদানীকৃত মালামাল খালাস করতে দেরী হচ্ছে। ফলে দেশী বিদেশী মাদার ভেসেলের জন্য ডেমারেজ প্রদান করায় আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩০-০৪-২০১৭ইং তারিখের সভায় লাইটারেজ জাহাজ স্বল্পতার বিষয় আলোচনা হয়। আলোচনায় লাইটার জাহাজ বৃদ্ধি করা দরকার, জাহাজ স্বল্পতার কারণে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে এবং জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জাহাজ মালিকদের ছাড়পত্র গ্রহণের যে পরামর্শ রয়েছে তা বাতিলের প্রস্তাবনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কমিটির সদস্যবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন যে, জাহাজ মালিকদের সিদ্ধান্তে লাইটার জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে জাহাজের প্রয়োজন অনুযায়ী। তাই লাইটার জাহাজের অভাবে যে সমস্যার সৃষ্ঠি হচ্ছে তা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। নৌপথে দেশের আমদানী রপ্তানীর ৯০ শতাংশ মালামাল পরিবহন হয়। অভ্যন্তরীন জাহাজ সংকটের কারনে দেশের অভ্যন্তরে নৌপথে মালামাল পরিবহন সংকট দেখা দিচ্ছে।

৪। জাহাজ সংকটের বিষয়টি মালিক সমিতির সমন্বয়ে গঠিত ১নং ক্রমিকে বর্নিত কমিটির সভায় একাধিকবার আলোচনা হয়েছে এবং মালিক সমিতির প্রত্যেকটি গ্রুপ তাদের অভ্যন্তরীণ নৌযানের সংখ্যা স্বল্পতা সম্পর্কে সমীক্ষা করে এবিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হলেও এপর্যন্ত তারা কোন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে জমা প্রদান করেনি। অভ্যন্তরীণ নৌযানের স্বল্পতা বিবেচনা করে এবং এই খাতে আগ্রহীদের বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্ঠি করার জন্য বিধি মোতাবেক অভ্যন্তরীন সকল ধরনের নৌযানের নকশা অনুমোদন প্রক্রিয় চলমান থাকবে। অভ্যন্তরীন নৌযানের নকশা অনুমোদনের জন্য অভ্যন্তরীন জাহাজ নির্মান বিধিমালা ২০০১ এর ৭ ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহসহ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরন করতে হবে-

৪.১। নির্ধারিত ফরমে নৌযানের নামকরনের জন্য আবেদন করে নামকরনের অনাপত্তি সনদ গ্রহন করতে হবে।

৪.২। অধিদপ্তরের অনুমোদিত ডিজাইন হাউজের মাধ্যমে-

(ক) নির্ধারিত ফরমে প্রিলিমিনারী ইনট্যাক্ট স্টাবিলিটি বুকলেট,

(খ) নির্ধারিত ফরমে নৌযানের সেকশন মডুলাস ক্যালকুলেশন শীট,

(গ) নির্ধারিত ফরমে চেকলিস্ট,

(ঘ) অনুমোদিত ডকইয়ার্ডে জাহাজ নির্মান এবং অনুমোদিত বিধিমালা অনুযায়ী জাহাজ নির্মানের মালিকের অঙ্গীকারনামা,

(ঙ) ডিজাইন হাউজের কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসরন করে নৌযানের নকশা প্রণয়নের অঙ্গীকারনামা,

(চ) প্রণীত নকশা ৬ সেট অধিদপ্তরে জমা করতে হবে।

৫। প্রতি ১৫ দিনে জমা হওয়া আবেদনের তালিকা মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন করা হবে। উপস্থাপিত তালিকা হতে মহাপরিচালকের অনুমোদিত আবেদন সমূহ নকশা মূল্যায়ন কমিটিতে যাচাইয়ের জন্য প্রেরন করা হবে।

৬। প্রতি ৩০ দিন অন্তর নকশা মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। নকশা মূল্যায়ন কমিটির সভা আহবানের জন্য নোটিশ জারী করা হবে এবং কমিটির সভার কার্যবিবরনী জারীর পর সংশ্লিষ্ট নকশার অনুমোদনের চূড়ান্ত কার্যক্রম গ্রহন করা হবে। বিধি মোতাবেক ৪৫ দিনের মধ্যেই এই প্রক্রিয়ায় অনুমোদন নিষ্পত্তি করতে হবে। কোন কারণে নকশা অনুমোদনযোগ্য না হলে তা সংশ্লিষ্ট মালিক/ব্যক্তিকে জানাতে হবে। আবেদন জমা অথবা এই সার্কুলার জারী যাহা পরে হবে তখন হতে এই সময় গণনা করা হবে।

৭। ০১-০৭-২০১৬ ইং তারিখের পূর্বে জমা করা আবেদন যেগুলো অনুমোদন সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি, সেই সকল আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে, তবে সেই সকল আবেদন জমা কালে নকশা অনুমোদন ফি বাবদ জমা করা অর্থের রশিদ জমা দিয়ে নতুন ভাবে নকশা অনুমোদনের আবেদন করা যাবে।

৮। নকশা অনুমোদন কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ইতিপূর্বে যে সকল অফিস আদেশ/সার্কুলার জারী করা হয়েছে সেগুলো বাতিল পূর্বক বর্তমান জারীকৃত সার্কুলার অনুসরন করা হবে।

কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, (ট্যাজ), এনডিসি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক

বিতরন ঃ

০১। এস.এফ শিপ ডিজাইন হাউজ, ৭০ লক্ষীবাজার, ঢাকা-১০০০।
০২। মেসার্স থ্রী এঞ্জেল মেরিন লিঃ, ২৮/সি-১ টয়েনবি সার্কুলার রোড (২য় তলা), ঢাকা-১০০০।
০৩। মেসার্স ওয়েস্টার্ন মেরিন এন্ড শিপইয়ার্ড লিঃ, এইচ বি এফ সি বিল্ডিং(৪র্থ তলা), ১/ডি আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
০৪। মেসার্স এশিয়াটিক মেরিন লিমিটেড, ইষ্টার্ন ভিউ (৪র্থ তলা), ৫০ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, নয়া পল্টন,ঢাকা-১০০০।
০৫। বেঙ্গল মেরিন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস,২৮/১/বি,টয়েনবি সার্কুলার রোড,বি.এন টাওয়ার (৩য় তলা),মতিঝিল, ঢাকা।
০৬। মেসার্স মেরিন হাউস, ৬৭সিটি হার্ট বিল্ডিং (১৭ তম তলা), নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
০৭। মেসার্স খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা-৯২০১।
০৮। মেসার্স বে-টেক শিপ সল্যুশন জোন,স্যুট নং-৯০১ আলম টাওয়ার (৯ম তলা), ১২ডিআইটি এক্সটেনশন এভিনিউ,মতিঝিল বা/এ,ঢাকা।
০৯। মেসার্স রেডিয়েন্ট মেরিন ডিজাইন এন্ড সার্ভিসেস লিঃ, সায়হাম স্কাই ভিউ টাওয়ার, স্যুট-ডি/৫, ৪৫,বিজয়নগর, ঢাকা।
১০। নৌযান ডিজাইন এন্ড কনষ্ট্রাকশন, হুদা লজ (৩য় তলা), ২১ নিউ ইস্কাটন,মগবাজার, ঢাকা।
১১। এস,এস,টি মেরিন সলিউশন লিঃ, রুম-৮০৪,রোজ ভিউ প্লাজা, ১৮৫ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা।
১২। মাউন্ট ভ্যালী লিঃ, নাহার ম্যানশন(৪র্থ তলা), ১৫০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৩। মেসার্স মেটাসেন্টার, স্যুট-১-২,লেবেল-৮, স্কাইলার্ক পয়েন্ট, ২৪/এ, বিজয়নগর, ঢাকা।
১৪। মেসার্স ফ্লোভ নেভাল আর্কিটেক্টস্, ইব্রাহীম চেম্বার (৫ম তলা), ৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৫। মেসার্স টি ইসলাম এন্টার প্রাইজ, ১১৪লেভেল-১৪ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১৬। মেসার্স ওশান শিপ ডিজাইন এণ্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ৩৯ দিলকুশা বা/এ(১০ম তলা) মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১৭। মেসার্স অফশোর এণ্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, বি-১০(১০ম তলা), নাভানা রহিম আর্ডেন্ট, ১৮৫ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি অবগতি এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য-

১। নকশা মূল্যায়ন কমিটির সকল সদস্য

অনুলিপি অবগতির জন্য-

১। সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পিএস টু মাননীয় মন্ত্রী, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।